গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসাশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষামন্ত্রণালয়
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

তারিখঃ ডিসেম্বর ২৪, ২০১৭

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কারিগরি শিক্ষাই হবে দেশের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার
-শিক্ষামন্ত্রী

ঢাকা, ডিসেম্বর ২৪ :
অচিরেই কারিগরি শিক্ষা হবে দেশের উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। কারিগরি শিক্ষা ছাড়া পৃথিবীতে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে নাই। বিশাল জনসংখ্যার এ দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সবাইকে প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জন করতেই হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ রোববার ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউকে আয়োজিত দেশের কারিগরি শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত দেশ সেরা বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প নিয়ে অনুষ্ঠিত 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭'এর চূড়ান্তপর্বের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন পৃথিবীতে যে জাতি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যত বেশী উন্নত অর্থনৈতিকভাবেও সে জাতি তত বেশী এগিয়ে। তাই বর্তমান সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষা প্রশাসনের আধুনিকায়ন, ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল পুনর্গঠন এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে। এসব নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী যোগ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা হওয়া উচিৎ দক্ষতানির্ভর। কারন দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে শিক্ষা নিয়ে অনেককেই বেকারত্বের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সাথে সাথে পরিবারও বেকারত্বের এ যন্ত্রণা ভোগ করে। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে আর এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

দক্ষতানির্ভর কারিগরি শিক্ষাই কেবল পারে দেশকে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করে সরকারের নির্ধারিত সময়ে মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তর করতে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং কারিগরি শিক্ষাকে আধুনিকায়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী যোগ করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এরই মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ১৫% এর অধিক ভর্তি হার নিশ্চিত করেছে। সরকার এই হার ২০২০ সালের মধ্যে ২০% ও ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, তিনি আরো যোগ করেন। ধীরে ধীরে সরকার এই হার ৬০% এ উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, যদি আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা পেতে চাই তবে আমাদের ছেলে-মেয়েদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘স্কিলসএ্যান্ড ট্রেনিংএনহ্যান্সমেন্টপ্রজেক্ট (STEP)’ ২০১৪ সাল থেকে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে।

স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের পথ প্রশস্ত করা, শিল্প-সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং কলকারখানাসমূহকে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো: আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) মো: আবুল কালাম আজাদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো: সোহরাব হোসাইন ও বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অপারেসন্স অফিসার ড. মো: মোখলেছুর রহমান।

সকাল ৯:০০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। মাননীয় মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মো: আবুল কালাম আজাদ, র‍্যালির উদ্বোধন করেন।

খুলনার হোপ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নাজমুল হুদা, সুব্রত করালী ও আব্দুল্লাহ আল মামুন হুইল স্প্রে পাম্প যা কৃষি জমিতে এক সাথে একাধিক স্প্রে ভাল্বের সাহায্যে স্প্রে করা সম্ভব তা আবিষ্কার করে প্রথম স্থান লাভ করে।

মডেল ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, গাজিপুর-এর মোঃ নাদিম ডিজিটাল হেল্থ সেফটি রোবট যার মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল নির্ণয় ও বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যাবে তা আবিষ্কার করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিলামনি, জান্নাতুল ফাতিমা ও হাসনা বিনতে সিথী দূষিত বায়ু বা দূষিত ধোঁয়ায় দূষক পদার্থের ঘনত্ব বেশি থাকে যা এই যন্ত্রের সাহায্যে কমিয়ে আনা সম্ভব তা আবিষ্কার করে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

প্রকল্প পরিচালক
স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট
ফোন: ৮১৮১৪৫৭